কলিকাতা হাইকোর্ট

সম্মাননীয় বিচারকগণ :**টি. এস. শিবজ্ঞানম, হিরানমে ভাট্টাচার্য, বিচারপতিদ্বয়**

আয় করের প্রধান কমিশনার
বনাম
পুজা আগরওয়াল

আইটিএটি-২০২৩-এর ৭০, ২৪/০৪/২০২৩-এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে

সীমাবদ্ধতা আইন (১৯৬৩ সালের ৩৬), ধারা ৫ আয়কর আইন (১৯৬১ সালের ৪৩), ধারা ২৬০এ বিলম্বের ক্ষমা-আপিল দায়ের করতে ৯৭৪ দিনের বিলম্ব-ক্ষমা বিলম্বের সমর্থনে দাখিল করা হলফনামা যাতে বলা হয়েছে যে আপিল দায়েরের জন্য চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত না নেওয়া পর্যন্ত ফাইলগুলি বিভিন্ন কর্তৃপক্ষের কাছে চলাচল করেছিল - অত্যধিক বিলম্বের জন্য কোনও সন্তোষজনক ব্যাখ্যার অভাবে, বিলম্বের ক্ষমা করার আবেদন খারিজ করে দেওয়া হয়েছে।

(অনুচ্ছেদ ৬)

আইনজীবীদের নাম

পিটিশনারের পক্ষে পৃথু দুধোরিয়া, সৌমেন ভট্টাচার্জি; বিবাদীর পক্ষে স্বপ্না দাস, সিদ্ধার্থ দাস।

---

1. **আদেশঃ**- আমরা শুনেছি আবেদনকারীদের পক্ষে উপস্থিত বিশিষ্ট স্থায়ী আইনজীবী শ্রী পৃথু দুধোরিয়া (আইটেম নম্বর ১-৩), আবেদনকারীদের পক্ষে উপস্থিত বিশিষ্ট স্থায়ী আইনজীবী শ্রী সৌমেন ভট্টাচার্য (আইটেম নম্বর ৪-৭এ) এবং বিজ্ঞ আইনজীবী শ্রীমতী স্বপ্না দাস, বিবাদীগনের পক্ষে উপস্থিত আইনজীবী শ্রী সিদ্ধার্থ দাসের সহায়তায়।

2. এই আপিলগুলি আয়কর আইন, ১৯৬১ (আইন)-এর ২৬০এ ধারার অধীনে আয়কর আপিল ট্রাইব্যুনাল "সি" বেঞ্চ কোলকাতা কর্তৃক ২০১৪-১৫ মূল্যায়ন বছর সম্পর্কিত নয়টি বিষয়ে ২০২০ সালের ২৮শে ফেব্রুয়ারি প্রদত্ত আদেশকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে দাখিল করা হয়েছে এবং সমস্ত প্রতিবাদী মূল্যায়নকারী যৌথ পরিবারের সদস্য।রাজস্বের প্রথম বাধাটি হল বিলম্বের জন্য একটি গ্রহণযোগ্য ব্যাখ্যা দিয়ে এই আদালতকে রাজি করানো (৯৭৪ দিনে আইটিএটি/৭০/২০২৩,

আইটিএটি/৭১/২০২৩, আইটিএটি/৭২/২০২৩; আইটিএটি/৮১/২০২৩-এ ৯৭৮ দিন , আইটিএটি/৮২/২০২৩; ৯৭৯ দিন আইটিএটি/৮২/২০২৩ এবং আইটিএটি/৮৪/২০২৩) আপিল ফাইল করার জন্য।

3. আমরা ক্ষমা বিলম্বের আবেদনের সমর্থনে দায়ের করা হলফনামাগুলি পর্যবেক্ষণ করেছি এবং আমরা দেখতে পাই যে সাধারণ কারণগুলি নির্ধারণ করা হয়েছে, যাতে বলা হয়েছে যে আপিল দায়ের করার জন্য চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত না নেওয়া পর্যন্ত ফাইলগুলি বিভিন্ন কর্তৃপক্ষের কাছে চলাচল করতে হয়েছিল এবং বলা হয়েছে যে কোভিড মহামারীর কারণে বিষয়গুলি এগিয়ে নেওয়া যায়নি এবং আপিল দায়ের করতে বিলম্ব হয়েছে এবং এই কারণে আপিল দায়ের করতে বিলম্বকে ক্ষমা করতে হবে।

4. ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক গৃহীত আদেশের বিরুদ্ধে এই আদালতে দায়ের করা আপিলগুলির মধ্যে একটিতে রাজস্ব দ্বারা অনুরূপ আবেদন উত্থাপিত হয়েছিল, যা আইটিএটি/৭৫/২০২৩-এ একটি সাধারণ আদেশ এবং উভয় পক্ষের জমা দেওয়ার বিশদ শুনানির পরে আবেদনটি ২৮ শে মার্চ, ২০২৩ তারিখের আদেশ দ্বারা খারিজ করা হয়েছিল।আদেশটি নিম্নরূপঃ_

"উভয় পক্ষের বিজ্ঞ উকিলদের কথা শুনলাম। রাজস্ব দ্বারা দায়ের করা আপিল সময় দ্বারা নিষিদ্ধ এবং বিলম্বের ক্ষমা করার জন্য দায়ের করা আবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে যে ৯৭৪ দিনের বিলম্ব হয়েছে।স্বীকারযোগ্যভাবে, ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক প্রদত্ত আদেশের প্রত্যয়িত অনুলিপিটি বিভাগ কর্তিক ১৮.০৩.২০২০-এ গ্রহন করেছিল।বিভাগটি যে সময়ে লকডাউন ঘোষণা করা হয়েছিল তার সুবিধা নিতে চায় এবং সেই প্রক্রিয়ায় তারা সীমা গণনা করার সময় ৭১৫ দিন বাদ দিয়েছে এবং বলেছে যে আপিলটি ৯৭৪ দিন বিলম্বিত হয়েছে।এই আপিল দায়ের করার ক্ষেত্রে ৯৭৪ দিনের জন্য কোনও গ্রহণযোগ্য ব্যাখ্যা আছে কিনা তা পরীক্ষা করার জন্য আমরা আবেদনের সমর্থনে হলফনামাটি পড়েছি।উল্লিখিত তারিখ এবং ঘটনাগুলি থেকে আমরা দেখতে পাই যে ফাইলটি বিভাগের মধ্যে এক আধিকারিক থেকে অন্য আধিকারিকের মধ্যে চলাচল করতে হয়েছিল এবং শেষ পর্যন্ত, আয়করের মহানির্দেশক [তদন্ত] ২০.২.২০২০-এ আপিল দায়ের করার অনুমোদন দিয়েছিলেন।কোলকাতার আয়কর-২-এর মুখ্য কমিশনার ৪.১.২০২১-এর বিষয়ে তাঁর সম্মতি প্রদান করেন।এরপরে আরও একবার ফাইলটি বিভিন্ন আধিকারিকদের কাছ থেকে স্থায়ী কৌঁসুলির কাছে পাঠানো হয় এবং শেষ পর্যন্ত ১৭.৩.২০২৩এ আপিল দায়ের করা হয়।তারিখগুলি স্পষ্টভাবে দেখায় যে বিলম্বের উল্লেখযোগ্য অংশ অব্যক্ত রয়ে গেছে।বিভাগটি একটি ক্ষীণ আবেদন

উত্থাপন করেছে যা পূর্ববর্তী স্থায়ী আইনজীবীকে দোষারোপ করার চেষ্টা করেছে, যাঁকে আবেদনটি অগ্রাধিকার দেওয়ার জন্য কাগজপত্রগুলি অর্পণ করা হয়েছিল।তবে, এই ধরনের উক্তি ভিত্তিহীন এবং অযৌক্তিক।যাই হোক না কেন, অত্যধিক বিলম্বের জন্য কোনও গ্রহণযোগ্য ব্যাখ্যার অভাবে, আমরা আপিলকারীর পক্ষে কোনও বিচক্ষণতা প্রয়োগ করতে রাজি হই না।তাই আবেদনটি খারিজ করে দেওয়া হয়।ফলস্বরূপ, আবেদনটি খারিজ হয়ে যায়।আইনের যে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নগুলি প্রস্তাবিত হয়েছিল, সেগুলি খোলা রাখা হয়েছে। "

5. পরবর্তীকালে, আইটিএটি/৭৬/২০২৩-এ আরেকটি আপিল করা হয়, যা এই ব্যাচের অন্তর্ভুক্ত আপিলগুলির মধ্যে একটি এবং ২০২৩ সালের ৫ই এপ্রিলের আদেশে তা খারিজ করে দেওয়া হয়।

6. উপরোক্ত আদেশে আদালতের গৃহীত অবস্থানের আলোকে, এই মামলাগুলিতে একটি ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি বজায় রাখা যায় না।সুতরাং অত্যধিক বিলম্বের জন্য কোনও সন্তোষজনক ব্যাখ্যার অভাবে, আমরা আবেদনকারী/রাজস্বের পক্ষে কোনও বিচক্ষণতা প্রয়োগ করতে রাজি হই না।

7. তদনুসারে, বিলম্বের ক্ষমা করার আবেদনগুলি খারিজ করা হয় এবং ফলস্বরূপ, রাজস্ব দ্বারা দায়ের করা আপিলগুলি খারিজ হয়ে যায়।প্রস্তাবিত প্রশ্নগুলি খোলা থাকল।

সেই অনুযায়ী আদেশ

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.